প্রতীচ্যের প্রাচ্য ঃ গুনার ইকেলফ

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক। শহর স্টকহোম। ধনী পরিবারের একটি ছোট ছেলে ইস্কুলে মিশতে পারে না। বাড়ীতেও ঝকেঝকে আসবাবের মধ্যে একাকী কোণ খুঁজে নেয়। কল্পনাপ্রবণ কিশোরেরা নিঃসঙ্গতার মধ্যে যেভাবে সপ্রাণ হয়ে ওঠে, এই ছেলেটিরো তাই হয়। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন এলে তাঁদের কাছে ঘেঁষতে চায় না। চার্চে যেতে ভালো লাগে না। স্বধর্ম সম্বন্ধে তার সমস্ত কৌতূহল মৃত। বরং বলা যায়, সে মনে মনে খৃষ্টধর্মকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ইস্কুলে যখন প্রাতঃকালীন ধর্মসঙ্গীত হয়, অর্গান বাজে, ছেলেটি মনে মনে আউড়ায় - ওম্ মণিপদ্মে হুম্ । এটা সে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় একটা বই থেকে জেনেছে। এই বৌদ্ধমন্ত্র আউড়ে সে আসলে নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে। গ্রন্থাগারে সে হঠাৎ একদিন খুঁজে পায় ইব্ন আল-আরবীর 'তার্জুমান অল-আশিক'। ছেলেটি বুঁদ হয়ে থাকে সেই কিতাবে। ইউরোপের খ্রিষ্টীয় দুনিয়ায় কদাচিৎ এমন এক কিশোরকে খুঁজে পায় ইতিহাস, যে নিজস্ব মুক্তো খুঁজে পাবার তাগিদে প্রাচ্য-সংস্কৃতির ঝিনুকখোল খুলে বেড়াচ্ছে যথেচ্ছভাবে।

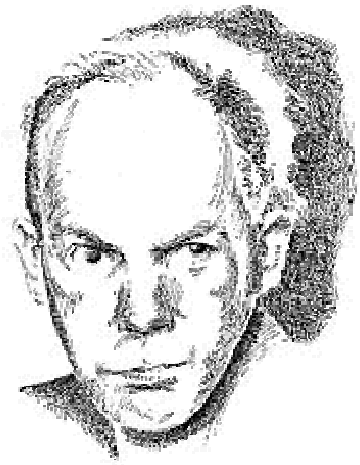

গুনার ইকেলফ, ১৯৬০

যুবা বয়সে পরিবারের অর্থ- সাহায্য নিয়ে সে লন্ডনে এসে হাজির হয়। উদ্দেশ্য ভারতের ভাষাজগত সম্বন্ধে আরো জ্ঞান লাভ করা এবং শেষমেশ ভারতে পাড়ি দেওয়া। কিন্তু লন্ডন ভালো লাগছে না। কিছুদিন পর আবার স্টকহোমে ফিরে আসে। ভর্তি হয় উপ্পসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী ভাষাসাহিত্য বিভাগে। গভীর অসুখে পড়ে সে এই সময়ে। পড়াশোনা শেষ হয়না। এই সময়েই একদিন প্রথম কবিতা আসে গুনার ইকেলফের জীবনে। পরে এই প্রথম কবিতাজন্মের অনুভূতির ব্যাখ্যায় ইকেলফ লিখেছিলেন -

একদিন রাতে, আমার হঠাৎ মনে হল, আমাকে যেন একটা তীব্র আনন্দকে প্রকাশের স্বতন্ত্র রূপ দিতে হবে। আমার মনে হলো যেন আমার ওপর এক পশলা উল্কার বৃষ্টি হল এবং আমার মনে আছে সেরাতে বাড়ী ফেরার সময় যেন খানিকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, পা টেনে টেনে চলেছিলাম। এইরকম সময়ে আমার সাধারণত যা হয়, বাড়ী ফিরে ঠিক তাই হল - নেপথ্যে কোথায় সেই চেনা অর্কেস্ট্রা বাজলো আর আমি আমার নিজস্ব বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে এসে সেই অর্কেস্ট্রাতে যোগ দিলাম। এইভাবেই কবিতাটা লেখা হয়ে গেল সেদিন - আমার প্রথম স্বতন্ত্র কবিতা।

বিশ শতকের সুইডিশ কবিতার এক উল্লেখযোগ্য পুরুষ গুনার ইকেলফ । স্টকহোমে জন্মান ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। গলার ক্যান্সারে মারা যান ১৯৬৮ তে। গুনার ইকেলফের গোটা জীবনের কাব্যে প্রাচ্যের রূপকথা, কথাসাহিত্য ও ভাষার একটা গভীর প্রভাব ছিল। এই কাব্যবৈশিষ্ট্যই ইকেলফকে গোটা প্রতীচ্যের কবিকুলের থেকে আলাদা করে দেয়। ২৫ বছর বয়সে পারীতে থাকার সময় তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রস্তুত হয় - নাম দেন - (অতিবিলম্বে এই মর্ত্যে)। বছর খানেকের মধ্যে এই প্রথম বই

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

সম্বন্ধে তাঁর সব মায়া কেটে যায়। বরাবর এই বইটিকে বলতেন - 'আমার আত্মহনন গ্রন্থ'। কাব্যিক কারণ ছাড়াও এমন বলার একটা বাস্তব কারণও ছিল। এ প্রসঙ্গে পরে তিনি লিখেছিলেন -

সত্যি সত্যি সেই সময়ে পারীতে আমি পকেটে একটা পিস্তল নিয়ে ঘুরতাম। সেটা তখন আইনবিরুদ্ধ ছিল। তাও। নৈরাশ্যে তখন এতটাই ছাওয়া, যে নিজের কল্পনার জগতে থাকার জন্য যা যা দরকার, সমস্তই করতাম। জুয়া খেলতে শুরু করি, টাকা নষ্ট হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত অবিলম্বেই আমাকে আবার সুইডেনে ফিরে যেতে হয়।

পরের বই বেরোয় যখন ইকেলফের বয়স ৩৪ - 'মাল্লাদের গান' । এই গ্রন্থ তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়, সুইডেনের কবিতা জগতের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন ইকেলফ। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলো বহুচর্চিত - 'দিওয়ান বনাম এমজিওনের যুবরাজ', 'ফতেমার গল্প' , 'পাতালপ্রবেশের গাইডবুক' ইত্যাদি। এশীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাবের ফলে ইকেলফের কবিতায় একটা বিশেষ চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। কবিতা ভাষাকে পত্রমোচীর মত ব্যবহার করে। খসে যায় আতিশয্য। দর্শন ও বোধের এক সুউচ্চ পাটতন তৈরি হয়। কবিতা যেন সেখান থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। স্রোতাকে যেন আকাশমুখি হয়ে শুনতে হয় সেই ভাষ্য। এটা কৌতূহলের ব্যাপার যে পরবর্তী কালে বহু বিখ্যাত কবি ইকেলফের কবিতা অনূবাদ করেছেন। জার্মানীতে এনসেন্‌বার্গার, নেলী সাখ্‌স্‌, ফ্রান্সে জ্যঁ ক্লেরেন্স লম্বেয়ার ; আমেরিকায় রবার্ট ব্লাই, মেহিকোতে অক্তাভিও পাজ এবং উইলিয়াম অডেনের মত কবিকেও ইকেলফ আকর্ষণ করেন। এর একটা বড় কারণ তাঁর ভাষা অনুবাদযোগ্য। এবং এই সহজতার একটা বড় কারণ ইকেলফের কাব্যভাষায় এক সন্ত নৈর্ব্যাক্তিকতা লক্ষ্য করা যায় যা ইউরোপীয় কবিতায় অসচরাচর।

ইকেলফের কবিতায় এই সন্ত চরিত্রটি আসে কিভাবে ? প্রায় মনে হয় তিনি যেন কবিতায় নিজের আত্মাকে শারীরীক পার্থিবতা থেকে খুলে মুক্ত করে দিচ্ছেন। উল্লেখ্য, এখানে অনেক চিরাচরিত প্রাচ্য রূপক তিনি ব্যবহার করেন। যেমন পাখি ও খাঁচা।

পাখির কাছে তার খাঁচার কোন বাস্তবতা নেই
সে ঠিক বোঝে না এই খাঁচা
তার দৃষ্টি কাড়ে সেটুকুই যেটুকু তার প্রয়োজন
সে খোঁজে কুটোটুক
আর কিছু দ্যাখেনা -
আর আমি দেখি বোনার কাঁটা হাতে যেটা বুনবো
(**গাজলা** *)
**গাজলা একটি তারবাঁধা বাদ্যযন্ত্র*

যেমন আসে পেঁয়াজের কথা -

দিওয়ান বনাম এমজিওনের যুবরাজ
(কাব্যাংশ)
স্বপ্নে শুনতে পেলাম তার কন্ঠ ঃ
-হাবিব, তুমি কি গোটা পেঁয়াজটা চাও না তার
একটা অংশ ?
এই প্রশ্ন আমাকে অস্থির করে তুললো
মন্ত্রমুগ্ধকর এই প্রশ্ন
আমার জীবনের এই কি একমাত্র জিজ্ঞাসা !
আমি কি অংশটা চেয়েছিলাম গোটা পেয়াঁজটার বদলে
নাকি ঐ আস্তটাকেই ভালো লেগেছিল
না, আমার ঐ দুজনকেই প্রয়োজন
গোটাটার অংশ আবার ক্ষুদ্রাংশের আস্তটাকেও
এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আর সংশয়ের কোন অবকাশ নেই

একটা পরতে পরতে খুলে ফেলার প্রবণতা তাঁর কবিতার মধ্যে, কবিতার অর্ন্তদর্শনের মধ্যে। খুলে ফেলতে ফেলতে যেভাবে সন্ত নিজেকে নিরাবরণ করে, নির্ভার করে, ইকেলফের ভাষাও সেইমত। নিরাভরণ ও নিঃসঙ্গ। আরো লক্ষ্যনীয় যে তাঁর

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

কবিতায়, মুক্ত হয়ে ওঠার নানা ক্রিয়াভঙ্গি প্রকাশ পায় - যেমন খুলে দেওয়া, ছাড়িয়ে নেওয়া, ভেঙে ফেলা, খুঁড়ে চলা, বেরিয়ে যাওয়া, ছড়িয়ে পড়া - এই ক্রিয়াগুলির নিরন্তর প্রকাশ ইকেলফের কবিতায়। যেমন -

যখন এতদূর এলে

অর্থহীনতায় যখন আমার মতই এতদূর এলে তুমি
প্রত্যেক শব্দতে আবার সম্ভাবনা এলো ঃ
যে কালো মাটি
প্রত্নতত্ত্বের কোদালে খুঁড়লে ঃ
'তুমি' নামের ঐ ছোট শব্দটা
একটা পুঁতির মত
যা কারো গলার মালায় ঝুলতো
'আমি' নামের ঐ জমকালো শব্দটা
হয়ত এক পাথরবাটির ভাঙা টুকরো
ফোকলা মুখের ভেতর আটকে থাকা মাংশের শক্ত টুকরোটা
ঘষে ঘষে তুলে বের ক'রে আনে

সত্যসন্ধানে তাঁর কবিতা যেন কখনো কখনো এক একটি অনুপুঙ্খের কাছে ঋণী হয়ে থাকে -

তাদের দেখলাম
চটি পরা, যেসব চটি আমাকে মাড়ালো
আবার পরে যখন চটিগুলোকে টানটান করে দিলাম
তারা আমাকে আলিঙ্গন করলো, আমিও তাদের -
প্রথমে দেখলাম সরু লম্বা বুড়ো আঙুলটা
বৃহদাকার বুড়ো আঙুলের আগে
আর বাকীরা পর পর সুন্দর এক সামঞ্জস্যে

ইকেলফের কবিতার এই রহস্য-আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে বলা দরকার যে একসময় প্রথম জীবনে, ইকেলফ ফরাসী অধিবাস্তবতার (surrealism) মায়ায় পড়েছিলেন। সেইসময় তিনি র‍্যাঁবো ও লত্রেমঁর কবিতাও সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করেন। যেটা মজার কথা, সেটা হল ইকেলফকে ফরাসী অধিবাস্তবধারার মূল কবিদের চেয়ে হ্রবেয়ার দেনোর মত মাঝারি কবিই প্রভাবিত করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। যেটা ইউরোপীয় বা আমেরিকান কাব্যবোদ্ধারা বুঝতে অনেক সময় ভুল করেন সেটা এই যে ইকেলফের কবিতা প্রাচ্যদর্শনঋদ্ধির ফলে যে যোগী, সন্ত চরিত্র অর্জন করেছিল - তার সারাজীবনের কবিতার মূল রসটা সেখান থেকেই আসে। এমনকি অধিবাস্তবতার যে দিকটা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, সেখানেও আত্মমুক্তির নিজস্ব সঙ্গীত লক্ষ্য করেছিলেন তাই। হয়তো সেই কারণে হ্রবেয়ার দেনোর প্রতি তাঁর আগ্রহ, কেননা দেনো অধিবাস্তবতাবাদী কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য না হলেও তাঁর কবিতাকে মডেল সুর্‌রিয়ালিস্টিক কবিতা বলা হয়। সেই কবিতায় সত্ত্বার সমস্ত চেতনাশেকল কেটে দেওয়া হয়। যেটা প্রাচ্যে আত্মমুক্তির সামিল। ইকেলফের সেই পর্যায়ের কবিতার দুটি নমুনা এরকম -

দিওয়ান বনাম এমজিওনের যুবরাজ
(কাব্যাংশ)

বাহির, আমি তোমার ভিতরটা দেখতে চাই
দেখেছি কি লালিমা ? নাকি সাদা ?
বাহির, তোমার ভেতরটা দেখাও
সেকি সাদা ? সেকি লাল ?
বাহির, তুমি কি যথেষ্ট সাহসী ?
ভিতর, তুমি কি সাহসী ?
তোমার ছদ্মবেশ কোথায় ?
কিভাবে নিজেকে রঙ করো ঐভাবে, সাদায়, লালিমায়

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

যাতে তোমার গাল অমন অপূর্ব হয়
তোমার পাদুটো এত ছোট
যেন দেখাই যায় না
তোমার ফুল-ফুল কিমোনোর নীচে

ফতেমার গল্প

বসন্তে না হেমন্তে
তাতে কি এসে যায়
যৌবনে না বার্ধক্যে -
তাতে কি তফাৎ ?
কাল যাই হোক তোমাকে মিলিয়ে যেতে হয়
ঐ সম্পূর্ণের আবছায়ায়
তোমাকে মিলিয়ে যেতে হয়, তুমি মিলিয়ে যাও
এইমাত্র বা তার আগের মুহুর্তে বা
হাজার বছর পূর্বে
কেবল থেকে যায়
তোমার অন্তর্ধান

গুনার ইকেলফ ধনী পরিবারের সন্তান। জীবনযাপনের জন্য, অর্থোপার্জনের জন্য তাঁকে বিশেষ যুদ্ধ করতে হয়নি। পারিবারিক ব্যবসা থেকে আসা অর্থেই তাঁর জীবনসঙ্কুলান হয়েছে। তবু কিভাবে যেন ইকেলফ সুইডেনের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। *Social-Demokraten* মত সাম্যবাদী জার্নালে সাহিত্য সমালোচক হিসেবে অবতীর্ণ হতে থাকেন। আর্থার লুন্ডকভিস্ট ও ন্যুট জেনসনের সঙ্গে 'কারাভান' নামে একটি আভাঁ - গার্দ পত্রিকাও সম্পাদনা করতে শুরু করেন। ইকেলফের মত ধ্রুপদশিল্পে শিক্ষিত ও রুচিবান একজন কবি, যাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র চূড়ান্ত - তাঁর পক্ষে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মত পোষণ করা কঠিন, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হওয়া অসম্ভব। তবু শ্রমিক সঙ্ঘের কাগজে তাঁর কবিতা নিয়মিত ছাপা হত সে সেসময়ে। ইকেলফের এক বন্ধুর মত - 'সে ছিল অতি স্বতন্ত্র এক মানুষ এবং তার সমস্তটাই বই পড়ে পাওয়া। সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, দিন-আনি দিন-খাই চেতনা বোঝার মত মানুষ সে ছিল না। সে জনতাকে ব্যঙ্গ করেছে, মজুরদের ঠাট্টা করেছে, মানব উন্নতিকে প্রহসন মনে করতো, গরীব শ্রমিকরা যে সুস্থ, নিরাময়, খাদ্যময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতো - তাকে নিয়েও সে ঠাট্টা করতে ছাড়েনি।' তবে, তিরিশের দশকে, অন্তত একবার মে দিবসে, ইকেলফ শ্রমিকদের মিছিলে পদাতিক হন।

১৯৪৮ সালে নোবেল পুরস্কার পাবার কয়েকমাসের মধ্যেই টি এস এলিয়টের সঙ্গে দেখা হয় গুনার ইকেলফের। ইকেলফ এলিয়ট সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ইলিয়টের প্রাচ্যদর্শনের প্রতি আগ্রহ - তাঁর কবিতায় ধর্মাপদ, গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থের প্রতি যেসব ইঙ্গিত রয়ে গেছে, হয়তো, সেসব ইকেলফকে আকর্ষণ করতে থাকে। পরে, ইলিয়টের কবিতাগদ্যগুলি পড়ার পর, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর তাঁর মোহ কেটে যায়। ইলিয়টের কবিতা আর পড়তে চাননি।

রূপরহস্যে বিশ্বাসী ইকেলফের একটি অদ্ভুত মরণোত্তর শখ ছিল, যা তার বন্ধুরা পালন করে। হোমারের কাব্যে যে ট্রয় শহরের কথা রয়েছে, আদি বাইজেন্টিয়ামে - সেই অঞ্চল ও তার ইতিহাসকে ঘিরে ইকেলফের কৌতূহল সীমাহীন। তাঁর কবিতায় প্রাচীন বাইজেন্টিয়ামের রূপকথা ও রূপক বার বার এসেছে। সেই সময়ের চরিত্ররা যেন তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে কবর খুঁড়ে, যেন সেকালের শৌচালয়ের দেয়ালভাষা, তার যাবতীয় কালোত্তীর্ণ অশ্লীলতা নিয়ে অমর হয়ে গেছে তাঁর কবিতায়। আধুনিক পৃথিবীতে সেই ট্রয় শহর আজকের তুরস্কে। মার্মারা সমুদ্রের কাছে। ইকেলফ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনুরোধ করেন তাঁরা যেন ওঁর ছাই নিয়ে সেই মার্মারা সাগরে মিশিয়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর, এক বন্ধু, ইকেলফের দেহভস্ম নিয়ে প্রায় চোরাচালানীর মত একটি চার্টার্ড প্লেনে তুরস্কের ঐ অঞ্চলে পৌঁছয়। একটি সাগরগামী ছোট নদীর খোলে সে মিশিয়ে দেয় কবির শেষচিহ্ন।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com